৭১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩ ...

প্রতিপক্ষের দখল ও পাল্টা দখলের আশঙ্কায় ঈদের ছুটিতেও ক্যাডার বাহিনী হলে থাকবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলেও বিভিন্ন হল নিয়ন্ত্রক ক্যাডাররা এবার ছুটি পায়নি। ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক ছুটিতে বাড়ি গেলেও ক্যাডাররা এবার বাড়ি যেতে পারছে না। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রতিপক্ষের হল দখল-পাল্টা দখলের সম্ভাবনার কারণে 'বিগ বসদের' নির্দেশেই তারা ক্যাম্পাস ছাড়ছে না। এই চরম আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে ক্যাডাররা যেমন 'বসদের' কাছাকাছি আসতে পারবে তেমনি বড় ধরনের বৈষয়িক কোন উপহারও তারা পাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঈদের ছুটির কারণে পুরো ক্যাম্পাস এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। হলগুলোতে কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্যাডাররা তাঁদের দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজ করছে। ছাত্রদল-ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে সর্বসাকল্যে প্রায় দু'শতাধিক ক্যাডার হলে থাকছে। ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে যাঁরা কলকাঠি নাড়ছেন সেই 'বিগ বসদের' নির্দেশে হল নিয়ন্ত্রক সিনিয়র ক্যাডার, জুনিয়র ক্যাডার, ক্যাডার প্রশিক্ষণার্থী এবং বহিরাগতরা হলগুলোতে অবস্থান করছে। এই ঈদে ছুটি না পেয়ে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত জসিম উদ্দীন হলে ৩০ ক্যাডার, জিয়া হলে ছাত্র-অছাত্র মিলিয়ে ৫০ ক্যাডার, বঙ্গবন্ধু হলে ২০ ক্যাডার থাকছে। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত জহুরুল ও এসএম্ব হলে ছাত্র-অছাত্র মিলিয়ে ৭০ ক্যাডার, মুহসীন হলে ২৫ ক্যাডার, এফ রহমানে ১৫ ক্যাডার আছে। বাকি হলগুলোতে ক্যাডারদের অবস্থান কম। এগুলো কোন গ্রুপের টার্গেট পয়েন্ট নয় বলে এসব হলে পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ক্যাডাররা বাবা-মা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কেন ঈদে ক্যাম্পাসে থেকে যাচ্ছে এই প্রশ্নের জবাবে দু'জন বলেন, 'গ্রুপের প্রতি কমিটমেন্টটা শো করা, তারপর বৈষয়িক হিসাব-নিকাশ, দেনা-পাওনার বিষয়তা রয়েছেই।' হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, 'যারা অস্ত্র ভাল চালাতে পারে তাদের দেয়া হচ্ছে স্বর্ণের চেন, যারা রাতভর পাহারা দিবে তাদের জন্য জিনসের প্যান্ট, শার্ট, সু একেক জনকে একেকটি দেয়া হবে। আর সকলের জন্য ঈদের দিনে মোটা অঙ্কের হাত খচর তো রয়েছেই।'

ছাত্রদলের দু'গ্রুপ মুখোমুখি ॥ ছাত্রলীগে উত্তেজনা

এদিকে আগামী ২০ এপ্রিল ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সম্মেলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছাত্রলীগের দু'টি ক্যাডার গ্রুপের কোন্দল নিরসনে একপাক্ষিক গ্রেফতারকে কেন্দ্র করেও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ক্যাম্পাস বন্ধের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন চলছে।

ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের দু'টি গ্রুপ এখন মুখোমুখি অবস্থান করছে। একদিকে রয়েছে নগর নেতা পিন্টু-সমর্থিত জিয়া হল কেন্দ্রিক জাকির-মামুন গ্রুপ। এই শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে ক্যাম্পাস থেকে চলে যাও টিটু গ্রুপ। অন্যদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন শীর্ষ নেতার পরিচালনায় সাবেক ইলিয়াস গ্রুপ। এটি বর্তমানে 'ন্যাটা বাবু' গ্রুপ নামেই পরিচিত। বছরখানেক ধরে ক্যাম্পাসে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা এই 'ন্যাটা বাবু' গ্রুপ সম্প্রতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে খুলনা-যশোর-বরিশাল নিয়ে বৃহৎ দক্ষিণাঞ্চল গ্রুপ। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের কর্মীদের ওপর শোষণের ফলে এই নতুন গ্রুপিংয়ের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই সঙ্কটের মধ্যে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন আদৌ হবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু বলেন, 'সংগঠনের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই কোন্দলের কারণে যারা পরিবেশ অশান্ত করবে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।' তিনি বলেন, 'ম্যাডামের নির্দেশেই এই সম্মেলনের আয়োজন চলছে। সুতরাং সম্মেলন হতেই হবে।'

সম্মেলনকে সামনে রেখে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদের জন্য অনেকেই লবিংসহ সকল প্রকার কর্মতৎপরতা শুরু করেছে। এই তিনটি পদে এই পর্যন্ত যাঁদের নাম শোনা গেছে তাঁরা হলেন, শফিউল বারী বাবু, জাকির হোসেন, সেলিমুজ্জামান সেলিম, নূরুল ইসলাম নয়ন, আমিরুল ইসলাম আলীম, নূরুল হক জিতু, বশির আহমেদ, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, মোস্তফা সফরী, আজমল হোসেন বাচ্চু, গোলাম হাফিজ নাহিল প্রমুখ। এঁদের মধ্যে দু'জন ক্যাডার-গুরু হওয়ার কারণে বল প্রয়োগে তাদের আসার সম্ভাবনা বেশি বলে জানা গেছে। একজন বিরোধীদলীয় নেত্রীর পারিবারিক লোক বলে তিনি আসতে পারেন। বৃহত্তর দক্ষিণাঞ্চলের একজন শক্তিশালী প্রার্থী রয়েছেন, যিনি শেষ পর্যন্ত চলে আসতে পারেন। ছাত্রদলের রাজনীতিকে আরও সংগঠিত করার জন্য তিনটি গ্রুপ থেকেই একজনের নাম আসতে পারে। যিনি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিরও সদস্য। তাঁর নাম এলে সকল প্রকার সংঘর্ষের আশঙ্কা নিমিষেই শেষ হয়ে যেতে পারে।

ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপ দু'টির একদিকে 'শামীম গ্রুপ', অন্যদিকে 'রতন-অমি' গ্রুপ অবস্থান করছে। সপ্তাহখানেক আগে এফ রহমান হলে সংঘর্ষের ঘটনায় ক্যাডারদের গ্রেফতারের নামে ৮/১০ জন সাধারণ ছাত্রসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা সবাই 'রতন-অমি' গ্রুপের বলে জানা গেছে। অন্যদিকে শামীম গ্রুপের সরোজ ব্যতীত অন্য কেউ গ্রেফতার হয়নি। এই একপাক্ষিক গ্রেফতারের কারণে ছাত্রলীগের মধ্যে মারাত্মক উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হল প্রভোস্ট সরাসরি শামীম গ্রুপের হয়ে কাজ করার জন্য এই গ্রুপিং জোরদার হচ্ছে এবং দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। বন্ধের মধ্যে উত্তেজিত দু'টি গ্রুপের মধ্যে গুপ্ত হত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।